(84)

# সংবাদ

তারিখ ... AUG. 23 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাকা : বুধবার ৮ ভাদ্র ১৪১৩
Dhaka : Wednesday 23 August 2006

## সম্পাদকীয়

### কওমি মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর অব্যাহত চাপের মুখে 'কওমি' মাদ্রাসার সর্বোচ্চ '
'দাওরা'কে মাস্টার্স (ইসলামী শিক্ষা অথবা আরবি সাহিত্যে) সমমান দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন
স্বীকৃতির মাধ্যমে কওমি মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা ইমামতি, কাজী ও শিক্ষকতা ছাড়াও অন্যান্য পে
চাকরির জন্য আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনীয় বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামো নির্ধারণের ল
সুপারিশ প্রণয়নের জন্য দেশের ওলামা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি আগামী এক মাসের :
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কৌশলের রূপরেখা সরকারের কাছে পেশ করবে।

উপমহাদেশে শুধু আরবি শিক্ষাকে অধিক মাত্রার প্রাধান্য দিয়ে ১৯৩০ সাল থেকে কওমি মাদ্রাসার যাত্রা
হয়। এ ধারার শিক্ষায় ৯০ শতাংশ আরবি এবং বাকি ১০ শতাংশ বাংলা, অংক ও ইংরেজি পড়ানো হয়। বর্ত
দেশে কতটি কওমি মাদ্রাসা আছে তার কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ২০০৫ সাল থেকে ইস
রাজনীতিকদের সঙ্গে দেনদরবারে অংশগ্রহণকারী এক মন্ত্রী বলেন, আনুমানিক ৩০ হাজার কওমি মাদ্রাসায়
লক্ষাধিক শিক্ষক এবং প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সাধারণত প্রাইমারি স্কু
এবতেদায়ি মাদ্রাসা থেকে ঝরেপড়া শিক্ষার্থীরাই কওমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতে যায়। অন্যদিকে শিক্ষা
অথবা চার কওমি মাদরাসা বোর্ড জানে না দেশে কতগুলো কওমি মাদ্রাসা, কতজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আ
এমপি আমিনী বলেন, দেশে কমবেশি ১৫ হাজার মাদ্রাসায় এক লাখ শিক্ষক ও ১৭ লাখ শিক্ষার্থী আছে। ক
আন্দোলনের জনাব শাফায়েত হোসেন বলছেন, ৩৫ হাজার কওমি মাদ্রাসায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী ও দু'লাখ শি
রয়েছেন। এমপি মুফতি শহিদুল ইসলাম বলেন, কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১০ হাজারের বেশি হবে না। সব মি
কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কে সঠিক তথ্য কারও কাছে নেই। অথচ তাদের দেয়া সর্বোচ্চ ডিগ্রির স্বীকৃতি দেয়া হ

চারদলীয় জোটের অন্যতম শরিক ইসলামী ঐক্যজোটসহ বিভিন্ন ইসলামী পার্টির আন্দোলনের মুখে (
ব্যাংকের স্বার্থে কওমি মাদ্রাসার সার্টিফিকেট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। গত বছরের ১৭ আগস্ট দেশব
বোমা হামলার পর দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা কওমি মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে তদন্ত শুরু করে। সংস্থাগু
কাছে তথ্য ছিল যে, এসব মাদ্রাসায় বাংলাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার্থীদের গেরিলা ট্রেনিং (
হয়। তদন্তের ভিত্তিতে ৩২৩টি কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের খবর পাওয়া যায়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ
মাদ্রাসার তৎপরতা মনিটর এবং এদের টাকা-পয়সার উৎস সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য সরকারের ক
সুপারিশ করে। বর্তমানে সরকারের কোনরূপ আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই 'দান খয়রাত' এবং জনগ
সহযোগিতায় কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হয় বলে এসব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দাবি করে থাকে। সমস্যাটা হলো '
খয়রাত' সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। যেসব কওমি মাদ্রাসায় জঙ্গি প্রশিক্ষণের প্রমাণ সরব
গোয়েন্দারা পেয়েছেন, সেগুলোর অর্থের উৎস সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া গেলে সরকার অনেক কিছুই জা
পারবে। কিন্তু ইসলামী ঐক্যজোট নেতা ফজলুল হক আমিনী, বায়তুল মোকাররমের খতিব উবায়দুল হক এ
অন্যান্য ইসলামী দলের হুমকির মুখে সরকার কওমি মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত থাকে। এ
এক হাজার বিদেশী ছাত্র জঙ্গি প্রশিক্ষণ কাজে সংশ্লিষ্ট আছে, এ অভিযোগ পাওয়ার পর সম্প্রতি সরকার ক
মাদ্রাসায় বিদেশী ছাত্র ভর্তি নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অতএব কওমি মাদ্রাসার সনদের 'কাগুজে স্বীকৃতি'র সিদ্ধ
বাস্তবায়নের সময় সরকার সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করে দেখলে ভাল করবে। বিশেষ করে এসব মাদ্রাসার ছ
টাকা-পয়সা কোথেকে আসে সে বিষয়টি জানা প্রয়োজন।